চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ০৬ মার্চ২০১৮খ্রি.

নিরাপদ বসবাসের জন্য সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল করতে হবে ২১ নং জামাল খান ওয়ার্ডে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক বিরোধী সমাবেশে মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, নিরাপদ বসবাসের জন্য সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল করতে হবে। এ লক্ষে সামাজিক আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবি সকলের সমন্বয়ে মাদক,সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রনে সকলকে অবদান রাখতে হবে। মেয়র বলেন,মাদকসেবিদের নিরাময়ে সহায়তা দেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। তিনি বলেন, মাদকসেবিদের দ্বারা পরিবার,সমাজ ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সন্ত্রাস জঙ্গীবাদ একটি সামাজিক ব্যাধি। এ সমাজিক ব্যাধী থেকে বাঁচানোর জন্য নিজ সন্তানের দরদ দিয়ে ভালবাসতে হবে। তাদের গতিবিধি ও আচার আচরন সার্বক্ষণিক নজরে রাখতে হবে। তাহলেই নতুন প্রজন্মের কিশোর-যুবকেরা অপরাধে জড়াবেনা। তিনি বলেন, চট্টগ্রামকে অপরাধমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সন্ত্রাস,জঙ্গীবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ অভিযানে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। ০৬ মার্চ ২০১৮ খ্রি. মঙ্গলবার সকালে নগরীর ২১ নং জামাল খান ওয়ার্ডের প্রিয়া কমিউনিটি সেন্টারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আয়োজনে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক বিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এসব কথা বলেন। স্থানীয় কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন এর সভাপতিত্বে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন ২৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও আইন শৃংখলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি এইচ এম সোহেল, চুয়েটের প্রফেসর ড. সুনিল ধর, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট আফিয়া আখতার, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট ও যুগ্ম জেলা জজ মিসেস জাহানারা ফেরদৌস, জামাল খান ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আবুল হাশেম বাবুল, সাধারন সম্পাদক মোরশেদুল আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমিতির সহ সভাপতি হাজী সাহাব উদ্দিন, কোতোয়ালী থানা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিথুন বড়ুয়া, জামালখান নিরাপত্তা পরিষদের আবু ফরহাদ চৌধুরী, লাভ লেইন ঝাউতলা সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সদস্য সচিব আহমদ সোবহান, মো. ইকবাল আহমদ, শিক্ষক মোশরাত জাহান, জাশেদুল আলম, নবুয়াত আরা সিদ্দিকী রকি, বদরুন্নেছা, সাথী সেন, লোকমান উদ্দিন, রুহিয়া হাবিব সহ নানা শ্রেনী ও পেশার প্রতিনিধিরা তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

চট্টগ্রাম– ০৬ মার্চ২০১৮খ্রি.

১৪নং লালখান বাজার ওয়ার্ডস্থ গরিবউল্লাহ্ শাহ হাউজিং, কুসুমবাগ আ/এ ও বাইতুল আমান হাউজিং সড়কের ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ২ হাজার ৫ শত টাকার উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করলেন মেয়র

এডিপির অর্থায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৪নং লালখান বাজার ওয়ার্ডস্থ গরিবউল্লাহ্ শাহ হাউজিং, কুসুমবাগ আ/এ ও বাইতুল আমান হাউজিং সড়কের ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ২ হাজার ৫ শত টাকার উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি ৬ মার্চ ২০১৮ খ্রি. মঙ্গলবার দুপুরে ফলক উন্মোচন ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এসকল উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেন।এসময় স্থানীয় কাউন্সিলর এ এফ কবির আহমদ মানিক, মনোয়ারা বেগম মনি, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো.আনোয়ার হোছাইন, মুনিরুল হুদা, নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সাদাত মো. তৈয়ব সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে গরিব উল্লাহ শাহ হাউজিং মাঠে ১৪ নং লাল খান বাজার ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের উদ্যোগে এক সুধি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সুধি সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন।এতে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সিদ্দিক আহমদ। সংগঠনের সাধারন সম্পাদক দিদারুল আলম মাসুম এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সুধি সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের ক্রীড়া সম্পাদক দিদারুল আলম চৌধুরী, ১৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এ এফ কবির আহমদ মানিক, ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. গিয়াস উদ্দিন, ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোরশেদুল আলম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনি, ব্যবসায়ী নেতা কাজী মো. হারুনুর রশিদ, সমাজ সেবক ইঞ্জি. মহিউদ্দিন আহমেদ, ওয়ার্ড আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান জেবিন, সাধারন সম্পাদক ওয়াসিম উদ্দিন, ছাত্রলীগ নেতা সনেট চক্রবর্তী সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, তাঁর মেয়াদের মধ্যে নগরীর অলিগলি রাজপথ সম্পুর্ন পাকা করা হবে এবং এলইডি লাইটিং এর মাধ্যমে নগরীকে আলোকিত করা হবে। তিনি বলেন, তার ভিশন অনুযায়ী চট্টগ্রামকে নান্দনিক সাজে সাজানো হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, ২০১৭–২০১৮ অর্থ বছরে ১৪ নং লালখান বাজার ওয়ার্ডে ১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার উন্নয়ণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। চট্টগ্রামকে বিশ্বমানের বাসপোযোগী নান্দনিক শহর গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়ন করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, কর্ণফুলীর নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কাজ সম্পন্ন হলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার সহ পার্বত্য জেলার সাথে চট্টগ্রাম নগরীর যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মেগাসিটিতে পরিণত হবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন হবে। মেয়র বলেন, আসন্ন মেগাসিটির কনসেপ্ট থেকে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

নিয়মিত পৌরকর দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল রাখতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম– ০৬ মার্চ২০১৮খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের সমন্বয় সভায় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

৬ মার্চ ২০১৮ খ্রি.মঙ্গলবার, বিকেলে নগরভবনের কেবি আবুদচ ছত্তার মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয় সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার চট্টগ্রাম আগমণ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম নগরীকে নান্দনিক সাজে সাজাতে হবে। পরিবেশগতভাবে যা যা করনীয় সবই করবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। মেয়র বলেন, পরিচ্ছন্ন বিভাগের কার্যক্রমের উপর নগরীর সৌন্দর্য ও পরিবেশ নির্ভর করে।এ বিভাগের সেবক,দলপতি, সুপারভাইজার,পরিদর্শক,তত্বাবধায়ক,পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ও প্রধান পরিচ্ছন্œ কর্মকর্তা সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও আন্তরিকতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে তোলা সম্ভব। এ কাজে কোন ধরনের অবহেলা,গাফিলতি বা অনিয়ম এর কারনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সুনাম ও সুখ্যাতি ক্ষুন্ন হলে কোন কর্মকর্তা কর্মচারী রেহাই পাবে না। মেয়র বলেন, প্রতিদিন বিকেল ৩ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম, নালা থেকে আবর্জনা উত্তোলন ও অপসারন, রাত ১০ টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেয়ার নির্ধারিত সিডিউল এর কোন ধরনের ব্যত্যয় হতে পারবেনা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকলসেবক, শ্রমিক,ভ্যানগাড়ী চালক,ঝাড়ুদার ও সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। দলপতি,সুপার ভাইজার, পরিদর্শক, তত্বাবধায়ক ও কর্মকর্তা সকলকে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে নগরীকে পরিবেশ বান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তুলেতে হবে। এ বিষয়গুলো শতভাগ আমলে এনে সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, অস্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো বিধি বিধান অনুযায়ী পুরণ করা হবে। সমন্বয় সভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন সভাপতিত্ব করেন। এতে ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ শফিকুল মন্নান ছিদ্দিকী, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মাহফুজুল হক, আনোয়ার হোছাইন, মুনিরুল হুদা, আবু সালেহ, কামরুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম, নির্বাহী প্রকৌশলী সুদিপ বসাক,ঝুলন কুমার দাশ সহ প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ, পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলম চৌধুরী, শেখ হাসান রেজা সহ সংশ্লিষ্টরা নিজ নিজ ওয়ার্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে মেয়রকে অবহিত করেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন